কেরোসিনে চলছে লরি, বাস, উদাসীন প্রশাসন

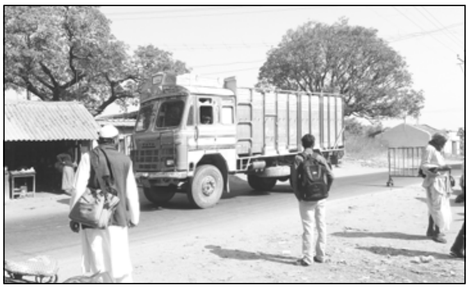

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পরিবেশ দূষণ নিয়ে যখন সরকারি তরফে নেওয়া হচ্ছে নানান পদক্ষেপ, নির্মল পরিবেশ বজায় রাখতে যখন রাজ্যের উদ্যোগে নির্মল বাংলা গড়ার ব্রত নেওয়া হয়েছে, ঠিক তখনই ভীষণমাত্রায় পরিবেশ ও বায়ুদূষণের অভিযোগ উঠল পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে, ডিলারদের কাছ থেকে প্রাপ্য কেরোসিন তেল না পাওয়ারও। ডিজেলের বদলে কেরোসিনে যানবাহন চালানোর অভিযোগ তুলেছেন জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকের অযোধ্যা পাহাড়তলির প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন। কেরোসিনে চারচাকার গাড়ি চলার অভিযোগের আঙুল তুলেছেন পাশের ব্লক আড়শা এলাকার জনসাধারণও।

বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা এসইউসিআই নেতৃত্ব। আড়শা ব্লকের সিরকাবাদ, সেনাবনা, মুকড়ামুড়াসহ বাঘমুণ্ডি ব্লকের বড় একটা অংশের মানুষেরা অভিযোগের সুরে বলেন, সারা রাজ্যজুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে রেশন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হলেও গত প্রায় কয়েক মাস ধরে জঙ্গলমহলের এই এলাকার বহু উপভোক্তা স্থানীয় ডিলারদের কাছ থেকে মাথাপিছু প্রাপ্য কেরোসিন পাচ্ছেন না। তাঁরা বলেন, তাঁদের জন্য বরাদ্দকৃত কেরোসিন বিলির ক্ষেত্রে নানা অজুহাত দেখিয়ে কারচুপি করছেন বহু কেরোসিন ডিলার। তাঁদের অভিযোগ, গ্রামাঞ্চলের অনেক প্রাপককে বেশি দামে কালোবাজারে কেরোসিন বিক্রি করা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে সরকার নির্ধারিত লিটার প্রতি ২০ টাকার জায়গায় ২৮-৩০ টাকা লিটারে খোলাবাজারে কেরোসিন কিনছেন তাঁরা।

আবার বিগত বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট দোকানগুলি থেকে বেশি দাম দিয়েও কেরোসিন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আড়শা ব্লকের সিরকাবাদ ও আড়শা এলাকার জনাকয়েক বাসিন্দা জানালেন, গত বেশ কিছুদিন ধরে আড়শা থানা এলাকার অসাধু কিছু কেরোসিন ডিলার দালালদের মারফৎ রাতের অন্ধকারে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন অন্যত্র পাচার করে যাচ্ছেন। সেই কেরোসিন গোপন কোন আস্তানায় কিংবা লাইন হোটেলে মজুত রেখে প্রায় ৪০-৪২ টাকা লিটারে বেসরকারি বাস-লরি-ট্রাক্টর, জলপাম্প, আটাকল, ধানকল এবং জেনারেটের মালিকদের বিক্রি করা হচ্ছে। এরফলে একদিকে কেরোসিন উপভোক্তারা যেমন তাঁদের নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনই কোরোসিনে চলা যানবাহনের কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে এলাকার সুস্থ্য পরিবেশ। কালো ধোঁয়া গ্রাস করছে সবুজ গাছপালাকে। ফলে সবদিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এলাকাগুলির সাধারণ মানুষ। এমন অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি স্থানীয় কেরোসিন ডিলাররা। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে জেলা খাদ্য দফতর।

তবে এস ইউ সি আইয়ের জেলা নেতা রঙ্গলাল কুমার বলেছেন, কেরোসিনের কালোবাজারি এবং কেরোসিনে বাস-লরি চালানোর অভিযোগ নিয়ে তাঁরা ইতিপূর্বে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও সরকারি পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। আগামী দিনে এই ইস্যুটিকে সামনে রেখে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার চিন্তাভাবনা করছেন বলে রঙ্গলালবাবু জানিয়েছেন।

দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ একই জায়গা থেকে এক দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম কুড়ানচন্দ্র মিশ্র (২৫) ও কল্যাণী মিশ্র (২৩)। বাড়ি রঘুনাথপুরের পাবড়া গ্রামে। সোমবার বিকালে গ্রামের অদূরে একটি পুকুরের জলে কল্যাণীদেবীর দেহ পড়েছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার দেহের কোমরের নীচের অংশ ডাঙ্গার উপরে থাকলেও মাথা দিকের অংশ জলের মধ্যে ডুবে ছিল। অনুমান করা হচ্ছে, জলের মধ্যে মাছ কিংবা কোনও জলজপ্রাণী মৃতার মুখ খুবলে নেওয়ায় বিকৃত হয়ে যায় মুখমণ্ডল। এর পাশাপাশি পুকুর থেকে কিছু দূরে একটি গাছের ডালের সঙ্গে মৃতার স্বামীর গলায় ফাঁস লাগানো মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। তবে তা মানতে চাননি মৃতার বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত যুবকের দাদা মেঘনাদ মিশ্র বলেন, মাত্র দুবছর আগে বিহারের দেওঘরের বাগানডি এলাকার কল্যাণীর সঙ্গে তাঁর ভাই কুড়ানের বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে তিনি রঘুনাথপুরের দুমদুমি এলাকাতে ডিভিসি-র নির্মীয়মাণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দিনমজুরের কাজ করতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল। রবিবার তাঁর ভাই কুড়ান সস্ত্রীক আনাড়াতে রাজীব গান্ধি মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। মেঘনাদবাবু বলেন, রাত পর্যন্ত তাঁরা বাড়ি ফিরে না আসায় ফোনে ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু ভাই ফোন ধরেনি। তখনই মনে সন্দেহ হয়। ঠিক তারপরই স্থানীয় কয়েকজন গ্রামের কাছের পুকুরে মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর দেন। তাঁরাই কল্যাণীদেবীর মৃতদেহ শনাক্ত করেন। কিছুক্ষণ পর পুকুর থেকে কিছু দূরে গাছে কুড়ানের মৃতদেহ ঝুলতে দেখা যায়। খুন কিংবা আত্মহত্যার ঘটনা বলে মানতে চাননি তিনি। মৃতার বাবা বৈদ্যনন্দ ঝাঁ-এর দাবি, মেয়ে ও জামাইয়ের মধ্যে বরাবর সুসম্পর্ক ছিল। আমার মেয়ে কোনওদিন পারিবারিক অশান্তির কথাও বলেনি। তাই এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে বলে তিনি মনে করছেন। ফলে দম্পতির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পুলিশও। উভয়েরই ময়নাতদন্ত হয়েছে।

প্রথম পুরুলিয়া জেলা স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে ঘরে ফিরলো পুরুলিয়া জেলা স্কুলের ছাত্ররা। ইতিপূর্বেও এই স্কুলটির সেরা হওয়ার নজির থাকলেও এবার তার চেয়েও ভালো ফল করে রীতিমতো উল্লসিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকর্মীসহ পড়ুয়ারা। তাদের এই অসাধারণ সাফল্যে খুশি জেলার ক্রীড়ামহল, গর্বিত সাধারণ মানুষও। জানা গেছে, গত ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি কলকাতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সাই কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ‘অল বেঙ্গল গভঃ স্কুল অ্যাথলেটিক মিট ২০১৬’ প্রতিযোগিতায় রাজ্যের সমস্ত জেলার সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে পিছনে ফেলে ৫৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পুরুলিয়া জেলা স্কুল।

এই তথ্য জানিয়ে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সহকারি শিক্ষক তথা পুরুলিয়া জেলা ক্রীড়া সংসদের সাধারণ সম্পাদক নূরউদ্দিন হালদার বলেছেন, প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৭টি সোনা, ৭টি রূপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বেও তাঁর বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় একাধিক স্বর্ণ পদক পেয়ে বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করলেও তুলনামূলকভাবে এবার পড়ুয়ারা ভালো ক্রীড়া নৈপুণ্যতা দেখিয়ে আশাতীত ফল করেছে।

থ্যালাসেমিয়া শিশুর পাশে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ কাকু চকলেট নয়, আমাকে একটু রক্ত দাও। আমি থ্যালাসেমিয়ার রোগী। পুলিশ কাকুরা আমাদের জন্য রক্তদান শিবির করেছে। এই শিবিরে কাকু তুমিও রক্ত দাও। এভাবেই মঙ্গলবার বাঁকুড়ার ওন্দা থানায় আয়োজিত এক শিবিরে রক্তদানের জন্য আহ্বান জানাতে দেখা গেল আট বছরের এক ফুটফুটে মেয়েকে। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও ওন্দা থানার ব্যবস্থাপনার আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ২০০ জন রক্তদান করেন। থানার আধিকারিক প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি বলেন, স্থানীয় স্বেচ্ছসেবী সংস্থা, ক্লাব ও স্থানীয়দের নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরাসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। এই প্রসঙ্গে সুখেন্দুবাবু জানান, বর্তমানে পুলিশের অভিমুখ জনমুখী। সেই অভিমুখের অঙ্গ হিসাবেই বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। স্বতস্ফূর্তভাবে মানুষজন এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন।

আইনের পথে এবার মা ও ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ ২৮ বছর আগে ছেড়ে যাওয়া স্বামীকে ফেসবুকের পাতায় খোঁজ পেয়ে তাঁকে ফিরে পাওয়ার আশায় মঙ্গলবার আইনের সাহায্য চাইলেন বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ গ্রামের এক মহিলা। তাঁর নাম মণিকা রায়। একই সঙ্গে বাবাকে ফিরে পেতে এবং ছেলের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মায়ের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন মণিকাদেবীর ছেলে বিপ্লব রায় ওরফে বুবাই। মঙ্গলবার মা ও ছেলে বিষ্ণুপুর থানায় এসে আন্দামান নিবাসী অনির্বাণ রায়কে তাঁদের সংসারে ফিরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানালেন। পাশাপাশি স্ত্রী ও ছেলে হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আইনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এত বছর বাদে কেন স্বামী ও বাবার খোঁজ? সে প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান, তাঁদের মতো দরিদ্র পরিবারের পক্ষে বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে খোঁজ চালানো সম্ভব হয়নি। তাই তাঁদের কাছে স্মৃতি আর কয়েকটি ছবি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সম্প্রতি ফেসবুকের পাতায় অনির্বাণ রায় সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁকে ফিরে পাওয়ার বিষয়ে তাঁদের মনে নতুন করে আশা জেগেছে। তাই তাঁরা আইনের আশ্রয় নিয়েছেন।

বাঁকুড়া পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মঙ্গলবার বাঁকুড়া পুলিশ বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমাঞ্চলের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ রাজেশকুমার মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা এবং পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরা। এপ্রসঙ্গে শ্যামলবাবু বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধূলা অপরিহার্য। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রমাণ করে যে পুলিশকর্মীরা নিয়মিত খেলাধূলার চর্চা করেন। সুখেন্দুবাবু বলেন, শরীর সুস্থ থাকলে সব কাজেই উৎসাহ থাকবে এবং তার ফলে সাফল্যও আসবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য জায়গার মতো বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকাতেও বাসিন্দারা সরস্বতী পুজোয় মেতেছেন। পুজো উদ্যোক্তাদের এদিন মণ্ডপ সজ্জায় ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। অনেকেই প্রতিমা আনা থেকে শুরু করে পুজোর বাজার সেরেছেন। তাই বিষ্ণুপুর মহকুমার শহর ছাড়াও জয়পুর, কোতুলপুর, সোনামুখী, ইন্দাস, পাত্রসায়র প্রভৃতি এলাকায় বাজার ছিল জমজমাট। বিশেষ করে দশকর্মা ও ফলের বাজারে ছিল উপচেপড়া ভীড়। হরেক রকমের ফল ছাড়াও এদিন শসা ও শাঁকআলুর দর ছিল বেশ চড়া। এদিন বিষ্ণুপুর বাজারে শসা ৩৫ টাকা এবং শাঁকআলু ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। অন্যান্য ফলের পাশাপাশি কুল চড়া দামে বিকিয়েছে। সর্বজনীন ছাড়াও বাড়ির পুজোর জন্য বহু বাসিন্দাকে এদিন ছোট ছোট প্রতিমা কিনতে দেখা গিয়েছে। বিষ্ণুপুর শহরের চকবাজারে এদিন ১০০ টাকা থেকে শুরু করে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দামের প্রতিমা বিক্রি হয়েছে।

শ্রমিকসংঘের ৪০ফুট প্রতিমা

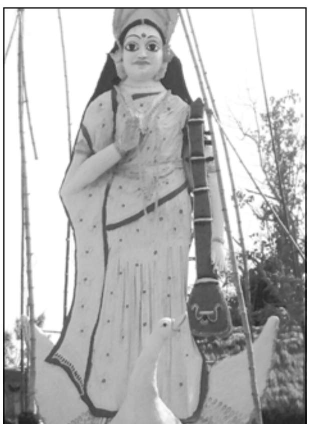

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার তালডাংরার মণিপুর ভূমিজপাড়ার শ্রমিক সংঘের সরস্বতী প্রতিমা প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হচ্ছে। এবার শ্রমিক সংঘের সরস্বতী পূজায় এটাই হল সবচেয়ে বড় চমক। এ প্রসঙ্গে কমিটির সম্পাদক দেবদাস ভূমিজ বলেন, আমাদের সরস্বতী পুজো ১৫ বছরে পা দিয়েছে। জেলার সব থেকে বড় সরস্বতী প্রতিমা সম্ভবত এটাই। কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের সবচেয়ে বড় দুর্গা আমাদের কাছে এই থিমের প্রেরণা। ধুন্যাগড়ের শিল্পীরা এই প্রতিমা তৈরি করছেন। প্রতি বছরের মত এবছরও আমাদের সরস্বতী প্রতিমা তিন দিন ধরে থাকবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় থাকবে নানান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এই প্রসঙ্গে তালডাংরার বাসিন্দা রজতকান্তি মাজি বলেন, শ্রমিক সংঘের ৪০ ফুট প্রতিমা নিয়ে এলাকায় কৌতূহল দেখা দিয়েছে। এবছর এই পুজো দেখতে প্রচুর ভিড় হবে। বাঁকুড়া জেলার দুই মহকুমা বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার সদরের তুলনায় খাতড়া মহকুমায় সরস্বতী পুজো বেশি জাঁকজমক করে হয়। এবছরও সেই ঐতিহ্যই বজায় থাকবে।

পুরুলিয়ার ঝালদায় ভালুকের হানায় আহত মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ কয়েক সপ্তাহ ধরে এলাকায় হাতির দেখা না মিললেও এবার ভালুকের হানা থেকে আতঙ্ক ছড়ালো পুরুলিয়ার ঝালদা ১ ব্লকের ঝাড়খণ্ড রাজ্য ঘেঁষা গ্রামগুলিতে। সোমবার সন্ধ্যায় বুনো ভালুকের হামলার শিকার হয়ে ওই এলাকার এক মহিলা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ঝালদা থানার কলমা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরিবেড়া গ্রামের বছর পঞ্চাশের আদিবাসী গৃহবধূ মালতী মুড়া অন্যান্য দিনের মতোই তাঁর গ্রাম থেকে কিছুদূরের মুড়াল জঙ্গলে শুকনো কাঠ কুড়াতে গিয়েছিলেন।

কাঠ সংগ্রহ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি যখন বাড়ি ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই পিছন থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক বুনো ভালুক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিঠে থাবা বসিয়ে দেয় ভালুকটি। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বন্য জানোয়ারের সঙ্গে মহিলার ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ফলে আরও বেশি ক্ষেপে গিয়ে ভালুকটি কাঠ কুড়ানি মহিলার হাত ও পা খুবলে দেয়। তাঁর আর্তচিৎকারে জঙ্গলে থাকা অন্যান্য লোকজন ও বাকি কাঠকুড়ানি মহিলারা লাঠি সোঁটা নিয়ে ছুটে এলে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে পাশের ঘন অরণ্যে গা ঢাকা দেয় ভালুকটি। এরপরই জখম মহিলাকে চিকিৎসার জন্য ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্তমানে সেখানেই ভর্তি রয়েছেন তিনি। ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করে বন দফতরের ঝালদা এলাকার রেঞ্জার সুকান্ত ওঝা বলেছেন, সরকারি বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা খরচ পাবেন আক্রান্ত ওই মহিলা। তবে এই ঘটনার পর ব্যাপক হারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ঝালদার কলমা বীট এলাকায় থাকা গ্রামগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে। কারণ ইতিপূর্বেও ঝালদা এলাকাতে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যাওয়া মহিলা ভালুক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তখন জনৈক মহিলা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভালুকের সঙ্গে নিজে লড়াই করে হাতে থাকা কুড়ুলের কোপ ভালুকের শরীরে বসিয়ে দিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। সে সময় মহিলার আক্রামণাত্মক রূপ দেখে কার্যত হিংস্র ভালুকটি পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

তারপর ধীরে ধীরে এলাকা থেকে ভয়ের বাতাবরণ দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফের ভালুকের হামলার ঘটনায় নতুন করে ভীতির সঞ্চার হয়েছে এলাকাতে। কারণ গ্রমগুলি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ বনাঞ্চলের গভীর বিশাল জঙ্গল। এই জঙ্গলটি ঝালদা ২ ব্লকের কোটশীলার বেশ কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে। বছর কয়েক আগে এই বনাঞ্চল ধরেই কোটশীলা থানার টাটুয়াড়া গ্রামের লোকালয়ে ঢুকে একটি চিতা বাঘ বেশ কয়েকজনকে জখম করেছিল।

রাজ্যস্তরের বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় জয়ী মহেশতলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন (ওয়েস্ট বেঙ্গল)-এর কোকাকোলা স্কুল টুর্নামেন্ট মঙ্গলবার বাঁকুড়ার স্টেডিয়ামে জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যস্তরের বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ের এই খেলায় উত্তর ২৪পরগণার মহেশতলা হাইস্কুলের সঙ্গে বাঁকুড়ার টাইড হাইস্কুলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ট্রাইবেকারে মহেশতলা ৬-৫ গোলে জয়ী হয়।

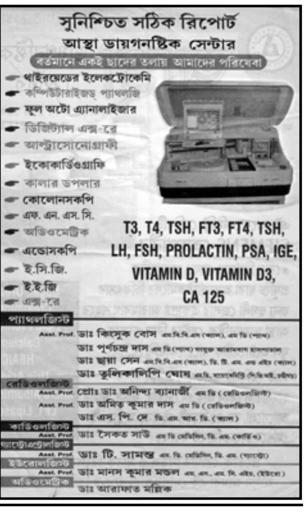

সুনিশ্চিত সঠিক রিপোর্ট
আস্থা ডায়গনষ্টিক সেন্টার
বর্তমানে একই ছাদের তলায় আমাদের পরিষেবা
- থাইরয়েডের ইলেকট্রোকেমি
- কম্পিউটারাইজড্ প্যাথলজি
- ফুল অটো এ্যানালাইজার
- ডিজিট্যাল এক্স-রে
- আল্ট্রাসোনোগ্রাফী
- ইকোকার্ডিওগ্রাফি
- কালার ডপলার
- কোলোনসকপি
- এফ. এন. এস. সি.
- অডিওমেট্রিক
- এন্ডোসকপি
- ই.সি.জি.
- ই.ই.জি
- এক্স-রে

T3, T4, TSH, FT3, FT4, TSH, LH, FSH, PROLACTIN, PSA, IGE, VITAMIN D, VITAMIN D3, CA 125

প্যাথলজিস্ট
Asst. Prof. ডাঃ কিংসুক বোস এম.বি.বি.এস (ক্যাল), এম ডি (প্যাথ)
ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস এম ডি (প্যাথ) সাবেক আরামবাগ হাসপাতাল
ডাঃ ছায়া সেন এম.বি.বি.এস (ক্যাল), ডি. সি. এম. এন্ড এইচ (ক্যাল)
ডাঃ তুলিকালিপি ঘোষ এম.ডি. ব্যাকটেরিওলজি (পি.জি.আই, চণ্ডীগড়)
রেডিওলজিস্ট
Asst. Prof. প্রোঃ ডাঃ অনিন্দ্য ব্যানার্জী এম ডি (রেডিওলজিস্ট)
Asst. Prof. ডাঃ অমিত কুমার দাস এম ডি (রেডিওলজিস্ট)
ডাঃ এস. পি. দে ডি. এম. আর. ডি. (ক্যাল)
কার্ডিওলজিস্ট
Asst. Prof. ডাঃ সৈকত সাউ এম ডি মেডিসিন, ডি. এম. (কার্ডিও)
গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট
Asst. Prof. ডাঃ টি. সামন্ত এম. ডি. মেডিসিন, ডি. এম. (গ্যাস্ট্রো)
ইউরোলজিস্ট
Asst. Prof. ডাঃ মানস কুমার মণ্ডল এম. এস., এম. সি. এইচ. (ইউরো)
অডিওমেট্রিক
ডাঃ আরাফাত মল্লিক